ফড় খেলা

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

চড়কডাঙা ক্ষুদ্র গ্রাম। পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে বড় মেলা হয়।

অনাদিবাবু সেকালের বনেদী জমিদার, কাম্পসহাটির বিখ্যাত জমিদারবংশের ছেলে। বর্তমানে অবিশ্যি সে প্রাচীন গৌরবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। বহু শরিকে জমিদারি ভাগ হয়ে গিয়েচে, কোনোরকমে ঠাট বজায় রেখে সংসার চলে।

অনাদিবাবু প্রথম যৌবনে ফুর্তি করতে গিয়ে অন্তত হাজার পঁচিশ টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন, বর্তমানেও একটি রক্ষিতার পেছনে এই দুরবস্থার মধ্যেও মাসে ত্রিশটি টাকা দিতে হয়। লেখাপড়াবিশেষ কিছু জানেন না, বড়লোকের ছেলে, ফুর্তিটাই চিরকাল বুঝে এসেছেন। আজকাল অর্থের অভাবে অন্য সব ছেড়ে দিয়ে আফিং ধরতে বাধ্য হয়েছেন।

অনাদিবাবু সম্প্রতি চড়কডাঙার মুখুজ্যেবাড়ি এসেছেন বেড়াতে। হরিচরণ মুখুজ্যের তিনি হলেন দূরসম্পর্কে ভগ্নীপতি। পৌষ-সংক্রান্তির মেলা তখন বসেছে। একদিন অনাদিবাবু মেলায় বেড়াতে গেলেন বিকেলে। একটি অশ্বত্থতলায় অনেক লোক ভিড় করেছে দেখে ডিঙি মেরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে ফড়-গুটির জুয়াখেলা চলছে। একটা বাটিতে হাড়ের ছোট্ট গুটি (তার গায়ে এক ফোঁটা থেকে ছ ফোঁটা পর্যন্ত খোদাই করা) ঘুরিয়ে দেওয়া হয়—আর সামনের একটা কাপড়েও ঐ রকম এক ফোঁটা থেকে ছ ফোঁটার ঘর আঁকা আছে; টাকা-পয়সা যে ঘরে ইচ্ছে রাখো, গুটি ঘুরিয়ে জুয়োর মালিক একটি বাটি চাপা দেবে, তার পর গুটি আপনা-আপনি থেমে যখন পড়ে যাবে তখন ঢাকা খুলে যদি দেখা যায়, যে চিহ্নটি পড়েছে সেই দাগে অমুক অমুকের টাকা আছে—তখন তাদের টাকার চারগুণ ফেরত দেওয়া হবে। এই হল মোটামুটি খেলায় ব্যাপারটা। পাশার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

অনাদিবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন খেলাটা।

অনেক নিরীহ চাষা, গ্রাম্য লোক, এমনকি বালকেরা পর্যন্ত খেলে পকেটে বা ট্যাঁকে যা কিছু এনেছে সব খুইয়ে চলে যাচ্ছে। জিততে বড় একটা কাউকে দেখলেন না। একবার যদি বা জেতে তবে পরের ক-বার উপরি উপরি হারে। সিকি, দুয়ানি, পয়সা ও টাকা জুয়াড়ির সামনে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে। অনাদিবাবু দাঁড়িয়ে দেখে দেখে বললেন—হ্যাঁহে বাপু, আমি খেলতে পারি ?

জুয়াড়ি অনাদিবাবুর বেশভূষা দেখে মোটা শিকার ঠাউরে সসম্ভ্রমে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনায়াসে। খেলুন না বাবু, খেলুন।

অনাদিবাবু পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দুই-ফোঁটা আঁকা ঘরে ফেলে দেন। লোকটা বলে—বাবু, কোন্ ঘরে ?

—দুরি।

—তিরি ?

—বলছি দুরি, তুমি বলছ তিরি ! থাক্ ওখানে।

ঢাকনি তুলে দেখা গেল—দুরির দান। ফড়-গুটির গায়ের দুই-ফোঁটা আঁকা অংশটা ওপরেই।

জুয়াড়ির মুখ আর ততটা উজ্জ্বল রইল না। চারটি টাকা অনাদিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে—হেঁ হেঁ, বাবু জিতলেন—

—হ্যাঁ, তো তা জিতলাম।

আর কিছুক্ষণ কেটে গেল। অনাদিবাবু আর খেলছেন না দেখে জুয়াড়ি বললে—খেলুন বাবু—

অর্থাৎ চারটি টাকা জিতে পালিয়ে না যান। আবার ও-খেললেই একটি টাকা জিতে তো নেবেই, বরং আরো—

—খেলুন বাবু।

—অনাদিবাবু মৃদু হেসে বললেন, না বাপু, আর খেলছি নে। তোমরা খেলো।

—না, খেলুন খেলুন !

—বেশ, খেলি তবে। এই চার টাকা ঐ পঞ্জুরিতে ফেল—

দান পড়ল পঞ্জুরিতেই। ষোলো টাকা আর ঐ চার টাকা, কুড়ি টাকা জিতলেন অনাদিবাবু। জুয়াড়ির কাষ্ঠহাসি কাতর হয়ে উঠেছে। সে টাকা কটা এগিয়ে দিয়ে বললে—নিন বাবু, হেঁ হেঁ—জিতলেন এবারও।

দু-তিন দান কেটে গেল। খেলছেন না আর অনাদিবাবু।

জুয়াড়ি বললে—বাবু খেলবেন না ?খেলুন ?

অনাদিবাবু বললেন একটা সিগারেট ধরিয়ে—আবার খেলব ?

—খেলবেন না কেন, খেলুন—

—আচ্ছা এই পঞ্চাশ টাকা ঐ ছক্কার ঘরে রাখ।

দান পড়ার শব্দ হল বাটির ঢাকনির মধ্যে। ঢাকনি ওঠানো হল, ছক্কার ঘরের দান।...আড়াইশ' টাকার নোট গুনে গুনে জুয়াড়ি দেয় অনাদিবাবুর হাতে। হাসি ?...না। তার মুখে হাসি আর নেই। যারা খেলছিল, পাড়াগাঁয়ের চাষা-ভুষো গেঁয়ো লোক, এত টাকা একসঙ্গে বাজি ফেলা বা জেতা তারা দেখেনি। একটা লোক যে এরকম জিততে পারে তাও তাদের কোনো ধারণা নেই। ওরা বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল অনাদিবাবুর দিকে।

জুয়াড়ি বললে—বাবু খেলুন !

—আবার খেলব ?

—হ্যাঁ, খেলুন না !

অনাদিবাবু কিছুক্ষণ পরে আড়াইশ' টাকার নোটের বান্ডিলটা পুনরায় ছক্কার ঘরে রেখে দিলেন। তখন অন্য সব লোকের সিকি দুয়ানির খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই হাঁ করে চেয়ে আছেঅনাদিবাবুর দিকে।

জুয়াড়ি বললে—আড়াইশ'ই খেলবেন বাবু ?

—হ্যাঁ।

জুয়াড়ি একটু অস্বস্তি বোধ করলে। একটু পরে যখন দান পড়ল, তখন তার চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ছক্কার দান পড়েছে, ওর ধাক্কায় হাজার বারশ' টাকা জিতে গেলেন অনাদিবাবু। সকলের চোখ বড় হয়ে উঠেচে বিস্ময়ে।

তখনই আবার খেললেন অনাদিবাবু—বারশ' টাকাই পোয়ার ঘরে অর্থাৎ এক ফোঁটা আঁকা ঘরে রাখলেন, জুয়াড়ির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পোয়ার দান সাধারণত পড়ে না। এইবার ভগবান মুখ তুলে বোধ হয় চাইলেন। নয়তো জুয়াড়ি সর্বস্বান্ত। বাবু এইবার ভুল করে বসেছেন বোধ হয়। এই ভুলেই চাল মাত হবে নিশ্চয়।

দুর দুরু বক্ষে জুয়াড়ি ঢাকনি তুলল—তুলেই তার চক্ষুস্থির। একচক্ষু দৈত্যের মতো গুটির সঙ্গে একটিমাত্র ফোঁটা ওর দিকে চেয়ে আছে। ওর গা ঝিম্ ঝিম্ করে মাথা ঘুরে উঠল। গা বমি বমি করল। চোখে কিছু দেখতে পেলে না কিছুক্ষণ।

আটচল্লিশশ' টাকা জিতেছেন অনাদিবাবু, আর এই বারশ'—মোট কত হল হিসেব করে দেখো।

সমবেত লোকজন হর্ষকোলাহল করে উঠল।

অনাদিবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন—দাও।

জুয়াড়ি পাংশুমুখে বললে—বাবু, আর আমার কাছে কিছু নেই হুজুর। এই দেখুন গেঁজে। গোটাকতক খুচরো টাকা সিকি দুয়ানি পড়ে আছে।

সকলে রাগে চিৎকার করে উঠল—তা হবে না, বাবুর টাকা ফেলে কথা কও !

ওদের দু-দশ আনা জিতে নিয়েছে জুয়াড়ি—আজ দু দিন অনেক পয়সা জিতেছে ও। সকলেরই রাগ আছে ওর ওপর।

—টাকা ফেলো, সোজা কথা। বাবুর টাকা মিটিয়ে দাও। শালা, আজ তোমার একদিন কি আমাদের একদিন—

জুয়াড়ি অনাদিবাবুর পা ধরে বললে—গরিব, মরে যাব বাবু—মাপ করে দেন। বিশ-ত্রিশ টাকার রেজগি পড়ে আছে। মরে যাব বাবু।

হাজারি ট্যারা দু'দিনে দেড় টাকা হেরে গিয়েছিল। সে সকলের আগে চিৎকার করে বলেউঠল—ওসব হবে না বলে দিচ্ছি। টাকা ফেলে তবে কথা কইবে। আমাদের সর্বস্বান্ত করে নিয়েছ নাতুমি, তোমায় অল্পে ছাড়ব ভেবেছ ?টাকা না দিলে তোমার হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায়—

খুব যখন একটা হৈচৈ শুরু হয়েছে তখন সবাই মিলে জুয়াড়িকে ধরে বসল—চল বাবুর কাছে, তোমার চালাকি বের করে দিই একেবারে।

গ্রামের জমিদার হরিচরণ মুখুজ্যের কাছে ওকে ধরে নিয়ে গেল উন্মত্ত জনতা। অনাদিবাবুর ভগ্নীপতি তিনি, আগেই বলা হয়েছে। তিনিও লোকটি যথেষ্ট প্রজাপীড়ক ও স্বার্থপর। মদে তিনিও অনেক টাকা উড়িয়েছেন। লেখাপড়া সামান্যই জানেন, তবে কথায় কথায় ইংরেজির বুকনি দেন।

হরিচরণ বললেন—ব্রাদার, এ আবার কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ ?—কি রে, ব্যাপার কি ?

জুয়াড়ি কিছু উত্তর দেবার আগে ট্যারা হাজারি এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে সব বুঝিয়ে দিলে।

—পাঁচটি হাজার টাকা বাবু ও এখন দেবে, তবে ওকে ছাড়ন। আমরা যদি হারতাম তবে ও কি ছাড়ত ?বাবু জিতেছেন, বলিহারি খেলা বটে বাবুর ! আমরা তাজ্জব একেবারে ! যা ফেলেন, তাতেই দান পড়ে ! আমাদের মুখে তো রা নেই একেবারে। এখন টাকার বান্ডিল জিতেছেন, ও ব্যাটা এখন হাতে পায়ে পড়ছে—বলি বারশ' টাকা যদি ও জিতত, তবে দিত না।

হরিচরণব্যাবু ট্যারা হাজারিকে ধমক দিয়ে থামিয়ে অনাদিবাবুকে বললেন—কি বলো ভাই ?তোমার যা ইচ্ছে, তুমি করো যা হয়।

অনাদিবাবু জুয়াড়িকে ডাকলেন। সে বেজায় ভয় খেয়ে গিয়েছে উন্মত্ত জনতার গতিক দেখে। বেচারি নবমীর পাঁঠার মতো কাঁপছে। সে হাতজোড় করে এগিয়ে গেল।

অনাদিবাবু বললেন—নাম কি ?

—আজ্ঞে, গদাধর লস্কর।

—বাড়ি ?

—আজ্ঞে বাবু, হুগলী ঘুঁটেবাজারে আমার...

—ফড়-গুটি খেলা শিখেছ কার কাছে ?

—আজ্ঞে করিম বসকো সর্দার ছেল বড্ড ভারী জুয়াড়ি গেঁড়োর। তিনি আমার গুরু। আমি সাত বছর তাঁর শাগরেদি করি।

—গুরুমারা বিদ্যে হয়েছে ?

—আজ্ঞে যা বলেন—

গদাধর নস্কর চুপ করে রইল। এখন কোনোরকমে সে পরিত্রাণ পেলে বাঁচে। কথা আর সে কি কইবে ?অনাদিবাবু বললেন—চাষাভুষোর সর্বনাশ করে বেড়াও, এ খেলার অন্ধিসন্ধি তুমি কিছুই জানো না।

—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—না, শোন, তুমি কিছু জানোনা এ খেলায়। কখনো এ খেলা খেলো না।—দেখবে ?এই দেখো, ফড়-গুটি নিয়ে এসো—

ট্যারা হাজারির দল ফড়-গুটি খেলার বাটি, ফড়, মায় এক দুই আঁকা তেরপলের চটখানা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে এসেছিল। ওরা বললে—এই যে বাবু !

অনাদিবাবু বললেন—গুটি ঘোরাও, ঘুরিয়ে ঢাকনি চাপা দাও।

গদাধর নস্কর তাই করলে। একটু দূরে গুটি পড়ার শব্দ হল ঢাকনির মধ্যেই। অনাদিবাবু বললেন...তুমি তো মস্ত ওস্তাদের শাগরেদ—শব্দ শুনে বুঝতে পারলে কি দান পড়েছে ?

—আজ্ঞে না, আমি শুনিনি তেমন ভালো করে।

—আমি বলছি, তিরির দান পড়েছে, তুলে দেখো।

গদাধর ঢাকনি তুলে ফেললে। সমবেত জনতা বিস্ময়ের চেয়ে দেখলে ঠিক তিন ফোঁটার দান পড়েছে বটে।

অনাদিবাবু বললেন—শব্দ শুনে তুমি কই বলো এবার ?ঘোরাও—চাপা দাও—

গুটি পড়ার শব্দ হল। গদাধর কান পেতে শুনলে।

—বলো, কত দান পড়েছে ?

—আজ্ঞে, ছক্কা।

—না চৌকো। তোল ঢাকনি।

গদাধর ঢাকনি তুললে সমবেত জনতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দেখতে। চৌকোর দানই বটে ! অনাদিবাবু মৃদু মৃদু হেসে বললেন—দেখলে ?আচ্ছা, আবার বলো। ঘোরাও গুটি। চাপা দাও।

মন্ত্রমুগ্ধবৎ সবাই চুপ করে আছে। গুটি পড়া তো দূরের কথা, সুচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। অনাদিবাবু বললেন—কত দান পড়ল ?

গদাধর বললে—আজ্ঞে বাবু, শব্দ শুনে আমি বলতে পারব না। আমার ওস্তাদও বলতে পারতেন না কখনো শুনিওনি, শব্দ শুনে কি দান পড়েছে তা বোঝা যায় ?

—যায় না ?তবে আমি বলছি কি করে ?—তিরির দান পড়েছে। ঢাকনি তোল।

ঢাকনি তোলা হল। গলা লম্বা করে সবাই চেয়ে দেখলে, তিরির দানই পড়েছে বটে ! আশ্চর্য ! গদাধর নস্কর হাত বাড়িয়ে অনাদিবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আপনি বাবু বড় ওস্তাদ ! মাপ করুন আপনার সঙ্গে খেলার জন্যে। আপনার পায়ের ধুলোর যুগ্যি নই। আপনি ওস্তাদ, আমি শাগরেদ। চরণে রাখুন বাবু।

অনাদিবাবু মৃদু হেসে পকেট থেকে আগের জেতা সেই বারশ'টাকা বের করে দিয়ে বললেন—এই নাও, নিয়ে যাও তোমার টাকা।

সে কি ! পাঁচ হাজার টাকা গেল, আবার সাবেক বারশ' টাকাও ফেরত কি রকম ?ট্যারা হাজারি সকলের আগে বলে উঠল—বাবু, অমন করে ওকে 'নাই' দিলে আমরা যাব কোথায় ?ওবেটা এ ক'দিন অনেককে সব্বোস্বান্ত করেছে—

গদাধর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—আরে সব্বস্বান্ত করব কি করে ?খেলেন তো সব এক পয়সা দু পয়সা, বড়জোর দু আনা চার আনা—

ট্যারা হাজারি বললে—তা যাই খেলুক, তুমি সব ফতুর করেও নাওনি ?

হরিচরণবাবু ধমক দিয়ে বললেন—চুপ।

অনাদিবাবু বললেন—যাও, আজই ফড়-গুটি তুলে এখান থেকে চলে যাও। চাষা ঠকিয়ে আর তোমাকে এখানে আয় করতে দেব না।

হরিচরণবাবু তামাক টানতে টানতে বললেন—বেশ, চলে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের যাত্রার জন্যে দু'শ' টাকা চাঁদা দিয়ে যাও। আরো দু রাত যাত্রা হবে এখানে।

ট্যারা হাজারি বলে উঠল—বহুৎ আচ্ছা, বাঃ !

হরিচরণবাবু ধমক দিয়ে বললেন—চুপ।...পরে গদাধরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—দাও, দু শ' টাকা !

গদাধর টাকা গুনে দিয়ে বাবুদের পায়ের ধুলো নিয়ে ফড়-গুটি বগলে করে প্রস্থান করল।